সংবাদ

তারিখ 21 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ২

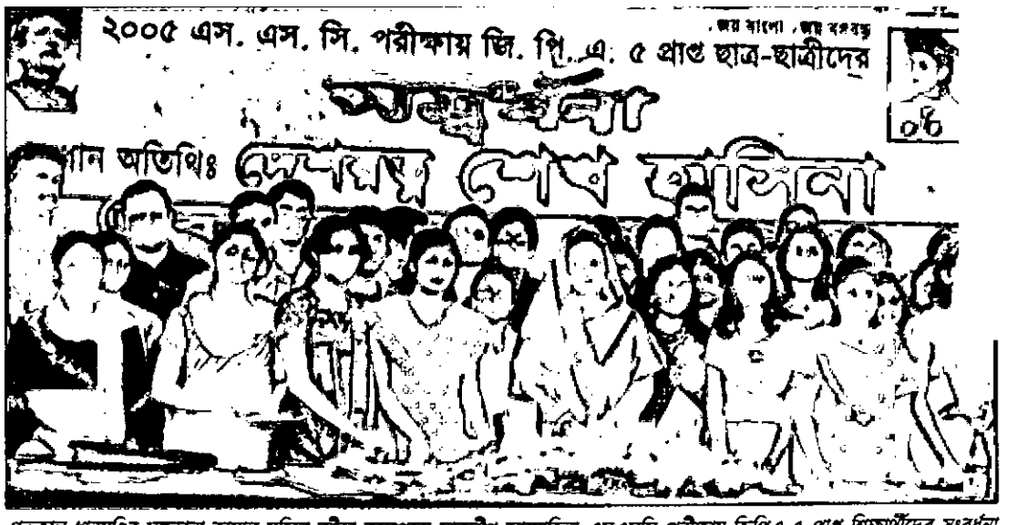

গতকাল ধানমণ্ডির সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ছাত্রলীগ আয়োজিত এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আ'লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা —সংবাদ

ছাত্রলীগের কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় শেখ হাসিনা

দেশ গড়তে এগিয়ে আসতে হবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রগতি হয়েছিল সরকারের নীতিহীনতার কারণে তাও পিছিয়ে গেছে। তিনি বলেন, শিক্ষা নিয়ে কোন চিন্তা নেই, অর্থ কামানোই সরকারের একমাত্র নীতি। তিনি বলেন, হাওয়া ভবনের নামে 'খাওয়া ভবন' তৈরি করে লুটপাটের মাধ্যমে অর্থের পাহাড় জমানো হচ্ছে। এক পরিবারকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষের হাতে সব সম্পদ জমা হচ্ছে। তিনি সম্পদের সুষম বণ্টন ও শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে আরও ভাল ফল করে আগামী দিনে সমাজের নেতৃত্ব নেয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ছাত্রলীগ আয়োজিত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। গতকাল শুক্রবার সকালে ধানমণ্ডির সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের এই সংবর্ধনা দেয়া হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল বারকাত ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব মনজুরুল আহসান বুলবুল। বক্তৃতা করেন অভিনেত্রী এডভোকেট তারানা হালিম, সাংবাদিক-কলামিস্ট মোজাম্মেল বাবু, জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয় ও জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক আরিফ খান জয়। স্বাগত বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইসতিয়াক আহম্মেদ ও শারমিন সোবহান।

বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা লেখাপড়ায় আরও মনোযোগী হয়ে জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, মহৎ অর্জনের জন্য মহৎ ত্যাগের প্রয়োজন; কিন্তু ক্ষমতাসীনদের ত্যাগের কোন বালাই নেই। তারা সঠিক শিক্ষানীতি ও আদর্শের চিন্তা করে না, সুশিক্ষার অভাব ও ভাল কাজের প্রতি আগ্রহ নেই বলে অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ সম্পদ ভোগ এবং বিলাস করতেই তারা মত্ত। এদের কাছ থেকে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করা যায় না। তিনি আরও বলেন, তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে তথা দেশকে আলোকিত করতে আজকের এই আলোকিত শিক্ষার্থীদেরই সঠিক নেতৃত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে আজ স্বাধীন দেশের রক্তাক্ত পতাকা। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ইতিহাস বিকৃত করছে। আর বিদেশের বই পড়ে প্রকৃত ইতিহাস জানতে হচ্ছে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই।

সংবর্ধিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্যের চরম উর্ধ্বগতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, জঙ্গিবাদ ও বোমা হামলা চালিয়ে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মাঝেও পড়ালেখা করে ভাল ফলাফল করার জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান। শেখ হাসিনা দেশের বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, বাংলার ছেলেমেয়েরা মেধার দিক থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ। তাই শিক্ষানীতি এমন হওয়া উচিত, যেন প্রতিটি শিক্ষার্থীই কৃতকার্য হয়; কিন্তু বৈষম্যের কারণে অনেকেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আজ যারা অর্থ ও অন্ন কষ্টে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেই সব দুস্থ শিশু ও পরিবারের কল্যাণে কাজ করতে হবে। আওয়ামী লীগ প্রধান আগামীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে পারলে শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন এবং যুব সমাজের জন্য আরও কর্মসংস্থানের ঘোষণা দেন। তিনি সেবার মনোভাব ও দেশপ্রেমের আদর্শ নিয়ে দেশকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্যও তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আন্ডার ম্যাট্রিক মা, আন্ডার ইন্টারমিডিয়েট পুত্র ও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বাবার যে পরিবার, তারা যদি দেশের নেতৃত্ব দেয় তাহলে দেশ এগিয়ে যাবে কীভাবে?

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আবুল বারকাত সরকারের লুটপাটের নীতির সমালোচনা করে বলেন, এশিয়ান হাইওয়েতে সই না করে সরকার দেশের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি করেছে। জাতিসংঘ এই হাইওয়ের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকায় সরকারি দলের লোকজন লুটপাট করতে পারবে না বলেই সরকার এই চুক্তিতে সই করেনি। তিনি দেশে মেধার বিকাশ ঘটানোর জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সব সময়ই দেশের কথা মনে রাখতে হবে। দেশের উন্নয়নে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে এবং বঞ্চিত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বিএফইউজে মহাসচিব মনজুরুল আহসান বুলবুল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, মেধাবী ছাত্ররা রাজনীতিতে না এলে রাজনীতি চলে যাবে দুর্বৃত্তদের দখলে, সন্ত্রাসীদের কাছে। মেধাবী ছাত্রদের রাজনীতিতে না আসার অর্থই হবে সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা। তিনি দেশপ্রেমে বঙ্গবন্ধুকে অনুকরণীয় আদর্শের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে তার জীবন ও সংগ্রাম থেকে প্রেরণা নেয়ার পরামর্শ দেন।

ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রায় সাত হাজার ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মেধাবী শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় পরিণত হয় এই অনুষ্ঠান। পরে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে ক্রেস্ট ও [illegible]